মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি'র গল্প

এফফেনতি

সায়যাদ কাদির

www.rokomari.com ©16297

সাযযাদ কাদির, জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ই এপ্রিল, টাঙ্গাইলের মিরের বেতকা গ্রামের মাতুলালয়ে। তাঁর পিত্রালয় ওই একই জেলার দেলদুয়ারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও এম এ পাস করেছেন যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে। শিক্ষাজীবন শেষে অধ্যাপনা করেছেন করটিয়া'র সা'দত কলেজে, পরে সহকারী সম্পাদক ছিলেন *সাপ্তাহিক বিচিত্রা* ও *দৈনিক সংবাদ*-এর। বার্তা সম্পাদক ছিলেন *দৈনিক দিনকালের*। ১৯৭৮-৮০ সালে ছিলেন গণচীনের রেডিও পিকিং-এর ভাষা-বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৫-২০০৪ সালে ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক। বর্তমানে *দৈনিক মানবজমিন*-এর যুগ্ম সম্পাদক।

সাযযাদ কাদির নেশায় কবি, পেশায় সাংবাদিক। কবিতা ছাড়াও লিখেছেন ছোটগল্প, নাটক। পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন ইতিহাস থেকে কল্পবিজ্ঞান পর্যন্ত অনেক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে। বিদেশের জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে রসমধুর লোককাহিনী পর্যন্ত অনেক স্মরণীয় সাহিত্যসম্ভার তিনি উপহার দিয়েছেন পাঠক-পাঠিকাদের। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : *আজব তবে গুজব নয়, ইউএফও : গ্রহান্তরের আগন্তুক, উপকথন, উপকথন আবারও, উপকথন আরও, উপকথন ফের, গল্পগাছা, তেপান্তর, বীরবল নামা, মনপবন, সবার সেরা, সাগরপার* এবং *রঙবাহার*।

বিশ্বের লোকসাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়কদের একজন নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি। তুর্কি অটোম্যান সাম্রাজ্যে এককালে অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর আফ্রিকা, বলকান, এশিয়া মইনর, মধ্য এশিয়া ও চীনের সিংচিয়াং অঞ্চল। এসব দেশ থেকেই ছড়িয়েছে তাঁর গল্প-কাহিনী। আমাদের দেশেও তিনি স্থান করে নিয়েছেন রসিক রাজা বীরবল ও গোপাল ভাঁড়ের পাশে।

ইংরেজিতে তাঁর নাম Effendi। এই নামটিই হান-ভাষীদের (চীনা ভাষা আসলে হান ভাষা অর্থাৎ হান জাতির ভাষা হিসেবে পরিচিত) উচ্চারণে এফফেনতি হয়ে গেছে। চীনের বাইরে অন্যান্য দেশে তাঁকে 'এফেনদি', 'হোজা' ও 'মুল্লাহ' বা 'মোল্লা' হিসেবেই সম্বোধন করা হয়। তাঁর আসল নাম নাসিরুদ্দিন ('বিশ্বাসের জয়')। এ সঙ্কলনে নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে নামটি। তবে দেশভেদে নামের স্থানীয় রূপটিও কোথাও-কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে নমুনা হিসেবে।

এফফেনতি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, সাহসী, ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী ও রঙ্গরসিক। তাঁর গল্প সবার জন্য, সব বয়সের জন্য। এই সংকলনে চীন, বালগেরিয়া, বসনিয়া এবং তুরস্ক অঞ্চলে প্রচলিত গল্প থেকে উল্লেখযোগ্য ও মজার গল্পগুলোকে একত্র করা হয়েছে।

মোল্লা নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি'র গল্প

এ ফ ফে ন তি

সাযযাদ কাদির

Adorn
BOOKS
অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

ভূমিকা

রেডিও পেইচিং-এর বাংলা বিভাগের ভাষা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণচীনের রাজধানী পেইচিং শহরে বাস করেছি ১৯৭৮-৮০ সালে। সেই সময়েই একদিন শিশুদের গল্পগাছার মধ্যে শুনি এফফেনতি'র নাম। কৌতূহল জাগে, শিশুমহলে এত জনপ্রিয় কে এই এফফেনতি? খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, জনপ্রিয়তার উৎস এক কারটুন ফিল্ম। শাংহাই অ্যানিমেটেড ফিল্ম স্টুডিও তৈরি করেছে ওই ফিল্ম। ইংরেজিতে নাম *The Effendi*। এই নামটিই হান-ভাষীদের (চীনা ভাষা আসলে হান ভাষা অর্থাৎ হান জাতির ভাষা হিসেবে পরিচিত) উচ্চারণে এফফেনতি হয়ে গেছে। ফিল্মের কাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সিনচিয়াং অঞ্চলের সেখানকার উইকুর (উইগুর) জাতির। ওঁরা তুর্কি বংশোদ্ভূত। ওঁদের উচ্চারণে নামটি দাঁড়ায় এফেনতি বা আফানতি। খোঁজ নিয়ে দেখি, এফফেনতি'র গল্প-কাহিনী নিয়ে অনেক সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে চীনে। সেগুলোতে আভানতি, এমনকি আথাইনতে হিসেবেও লেখা হয়েছে নামটি। নাম বলছি, কিন্তু এফফেনতি কোনও নাম নয়। শব্দটি তুর্কি ভাষার। ওটি একটি সম্মানবোধক সম্বোধন। অনেকটা ইংরেজি Sir-এর মতো। চীনের বাইরে অন্যান্য দেশে তাঁকে 'এফেনদি', 'হোজা' ও 'মুল্লাহ' বা 'মোল্লা' হিসেবেই সম্বোধন করা হয়। তাঁর আসল নাম নাসিরুদ্দিন ('বিশ্বাসের জয়')। তবে উচ্চারণভেদে তুরস্কে তিনি পরিচিত নাসরেদদিন হোজা নামে, আবার বসনিয়ায় তাঁর নাম নাসরুদ্দিন হোজা, বালগেরিয়ায় নাসত্রাদিন ওজা। এভাবে তিনি আলবেনিয়ায় নসত্রাদিন হোজা, আজারবাইজানে মোল্লা নাসরদদিন, উজবেকিস্তানে নাসরিদদিন আফানদি, কাজাখস্তানে খোজানাসির, কুর্দিস্তানে মালাই মশহুর, আরবে 'জুহা', সিসিলি-তে জিউফা, কেনিয়া-তানজানিয়া'য় আবুনুওয়াসি (রঙ্গরসিক কবি আবু নুওয়াসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায়)। এ সঙ্কলনে নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে

নামটি। তবে দেশভেদে নামের স্থানীয় রূপটিও কোথাও-কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে নমুনা হিসেবে।

নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি'র নামের বানান নানা দেশে নানা রকম। নাসিরুদ্দিন-এর যেসব বানানভেদ চোখে পড়ে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে — Nasrudin, Nasr ud-Din, Nasredin, Nasseeruddin, Nasruddin, Nasr Eddin, Nastradhin, Nasreddine, Nastratin, Nusrettin, Nasrettin, Nostradin, Nastradin প্রভৃতি। এ নামের সঙ্গে ব্যবহৃত সম্মানসূচক হোজা'র বানানও নানা দেশে নানা রকম– Hoxha, Khwaje, Hodja, Hojja, Hodscha, Hodza, Hoca, Hogea, Odzha প্রভৃতি। আবার আরবিভাষী দেশগুলিতে তাঁর পরিচয় দেয়া হয় Djoha, Djuha, Dschuha, Giufa, Chotzas, Mullah, Milla, Molla, Maulana, Efendi, Effendi, Ependi, Hajji হিসেবে।

এ সঙ্কলনের বেশির ভাগ গল্প ১৯৭৮-৮০ সালে আমার পেইচিং অবস্থানকালে সংগৃহীত। বিশেষ করে সিনচিয়াং-এর গল্পগুলো। অন্য গল্পগুলো পরবর্তী ৩০ বছরে নানা সূত্রে পাওয়া।

বিশ্বের লোকসাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়কদের একজন নাসিরুদ্দিন হোজা এফেনদি। তুর্কি অটোম্যান সাম্রাজ্যে এককালে অন্তর্ভুক্ত ছিল উত্তর আফ্রিকা, বলকান, এশিয়া মইনর, মধ্য এশিয়া ও চীনের সিংচিয়াং অঞ্চল। এসব দেশ থেকেই ছড়িয়েছে তাঁর গল্প-কাহিনী। আমাদের দেশেও তিনি স্থান করে নিয়েছেন রসিক রাজা বীরবল ও গোপাল ভাঁড়ের পাশে। এই তিনজনের গল্প একাকার হয়ে গেছে অনেক সঙ্কলনে। ইতিপূর্বে বীরবলের গল্প সঙ্কলিত করতে গিয়ে পড়েছিলাম সে-সমস্যায়।

তুরস্কে নাসিরুদ্দিন হোজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। বলা হয়, তিনি জীবিত ছিলেন তের শতকের দিকে, সেলজুক বংশীয়দের শাসনকালে। বসবাস করেছেন আনাতোলিয়া'য়। তাঁর জন্ম এসকিসেহির-এর অন্তর্গত সিভরিহিসার-এর হোরতু গ্রামে। স্থায়ীভাবে থেকেছেন প্রথমে আকসেহির, পরে কনিয়া'য়। তাঁর মৃত্যু হয় কনিয়া'য়, তবে তাঁকে কবর দেয়া হয় আকসেহির-এ। সেখানে প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে কোনও একদিন উদযাপিত হয় "আন্তর্জাতিক নাসরেদদিন হোজা উৎসব"।

তাজিকিস্তানের পণ্ডিতেরা বলেন, এফেনদি ছিলেন খোজেন্ত (সোভিয়েত আমলে লেনিনাবাদ) শহরের বাসিন্দা। সেখানকার অনেক জায়গা রয়েছে তার স্মৃতিবিজড়িত। উজবেকিস্তানের গবেষকরা বলেন, দু'টি বিখ্যাত শহর বুখারা ও সমরখন্দ-এও ছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটি গল্পে রয়েছে শহর দু'টির উল্লেখ।

উজবেকিস্তানের মানুষ বলেন, "নাসরিদদিন আফানদি আমাদের।" তাঁর গল্প বলা এক প্রথায় পরিণত হয়েছে সেদেশের বিভিন্ন সমাবেশে, উৎসব-অনুষ্ঠানে। ওগুলোকে বলা হয় আফানদি'র 'লতিফা'।

হোজা'র গল্প-কাহিনীর প্রাচীনতম যে পুথিটি পাওয়া গেছে তা রচিত হয়েছে ১৫৭১ সালে। তবে সতের শতকে আরবি ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর থেকে "রুমেলিয়া'র জুহা" নামে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পান আরব-বিশ্বে। জুহা ছিলেন আরব দেশের প্রখ্যাত রসিক। তার খ্যাতিকে অবশ্য ছাড়িয়ে যায় হোজা'র সম্মান ও প্রতিষ্ঠা— সেই তখন থেকে। তবে হোজা'র নামে অনেক গল্প-কাহিনী চলছে যেগুলো তাঁর পূর্বসূরি আরব দেশের জুহা, সিবাওয়ে, আবু দুলামা, কারাকুশ, আশ'আব প্রমুখের নামে চালু ছিল আগে থেকে।

এফেনদি এখন নানা দেশের ঘরের মানুষ। তাহলেও তাঁকে ঘিরে মধ্য এশিয়ার পটভূমি এবং সুফি ভাবধারার মানুষ হিসেবে তাঁর ভাবমূর্তি মোটামুটি অক্ষুণ্ন রয়েছে এখনও। আজেরি, আরবি, আলবেনিয়ান, ইতালিয়ান, উজবেক, উরদু, গ্রিক, তুর্কি, পশতু, ফারসি, বসনিয়ান, বাংলা, বালগেরিয়ান, রাশিয়ান, রোমানিয়ান, সারবিয়ান, সোয়াহিলি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার লোকরচনায় ও সাহিত্যে তাঁর প্রজ্ঞা, রসিকতা ও হেঁয়ালি পেয়েছে বিশেষ মর্যাদার আসন। এজন্য ঐতিহাসিক কার্যকারণে তুরস্ক বৈরী হলেও তুরস্কের হোজা বৈরী নন গ্রিসে, তবে বালগেরিয়ায় তাঁর ভূমিকা কিছুটা ভিন্ন।

বিশ শতকের শুরুতে এফেনদি'র গল্প অনূদিত হতে থাকে বিভিন্ন ভাষায়। জার্মানিতে প্রথম সঙ্কলনটি প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে, *Der Hodscha Nasreddin* নামে। সঙ্কলক A. Wesselski। তিরিশের দশকে প্রকাশিত হয় একটি রাশিয়ান সঙ্কলন। এর সংস্করণ হয়েছে অনেকগুলো। সত্তরের দশকে তিনটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ব্রিটেন থেকে। সেখানে তার নাম Mulla Nasruddin। তবে সেই ১৯২৩ সালেই লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় H. D. Barnham সম্পাদিত *Tales of Nasr-ed-Din Khoja*। ফরাসি ভাষায় একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ইসতানবুল থেকে। এর নাম *Nasreddin Hodja*। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হোজা'র গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় চল্লিশের দশকে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ষাটের দশকে। এর পর-পরই জাপানে বেরিয়েছে একাধিক সঙ্কলন। ১৯৪৩ সালে নিউ ইয়র্ক-টরনটো থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত সঙ্কলনের নাম *Once the Hodja*। সম্পাদক A. G. Kelsey। এছাড়া J. T. Shipley সম্পাদিত *Encyclopedia of Literature* (নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬)-এ হোজা সম্পর্কে লিখেছেন J. K. Birge।

নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে সংগীত সৃষ্টি করেছেন প্রখ্যাত রাশিয়ান সুরকার শোসতাকোভিচ ('ইউমর' / 'হিউমার': সেকেন্ড মুভমেন্ট – সিম্ফনি নং ১৩)। এর ভাষ্য রচনা করেছেন বিশ্বনন্দিত কবি ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেনকো।

সিনচিয়াং-এ বসবাসকারী উইকুর জাতি তাঁদের এফফেনতি'র সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সুপ্রাচীন রেশম পথের মাধ্যমে। তবে সেখানকার অনেক বয়োবৃদ্ধ দাবি করেন, তাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে জানাশোনা ছিল তাঁর।

এফফেনতি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী, সাহসী, ইতিবাচক মনোভাবের অধিকারী ও রঙ্গরসিক। তাঁর অবস্থান সবসময়ই সাধারণ মানুষের পক্ষে। ফলে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে বাই (ধনী মাতব্বর), বেগ (সরদার), কাজি থেকে উজির ও বাদশাহ পর্যন্ত – যাদের লোভলালসা, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতনে অতিষ্ঠ ছিল খেটে খাওয়া দুঃখী মানুষের জীবন। এফফেনতি আসলে সমাজে যারা ক্ষমতাহীন তাদেরই প্রতিনিধি। ক্ষমতাহীনদের পক্ষ নিয়ে তিনি ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শাণিত ব্যঙ্গের অব্যর্থ অস্ত্র নিয়ে। ঘায়েল করেছেন অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান অত্যাচারী, দাম্ভিক ও ভণ্ডদের। এভাবেই লোককাহিনীতে, গল্প-কথায় ক্ষমতাবানদের হারিয়ে যুগে-যুগে জয়ী হয়েছে ক্ষমতাহীনেরা। এফফেনতি-ও জয়ী হয়েছেন তৈমুর লঙ্গ (১৩৩৬-১৪০৫)-এর মতো দিগ্বিজয়ীকে বুদ্ধি-চাতুর্যে পরাভূত করে। অনেক কাহিনীতে আছে সেই গৌরব-উজ্জ্বল বিবরণ।

২এ আরবান পয়েন্ট
১৪২এ বীরশ্রেষ্ঠ কে এম সফিউল্লাহ সড়ক
(গ্রীন রোড), ঢাকা-১২১৫

সাযযাদ কাদির
sazzadqadir@yahoo.com
sazzadqadir@radiffmail.com

সূচিপত্র

সি ন চি য়া ং, গ ণ চী ন

• মধু কেনা-বেচা ১৫ • আলখাল্লার খাতির ১৬
• মটকুর দাওয়াই ১৬ • পালোয়ানের বুদ্ধি ১৯ • জাদুর ষাঁড় ২১
• সেরা পালোয়ান ২৪ • চালাকির বস্তা ২৫ • শয়তানের দোসর ২৭
• ঘ্রাণের দাম ২৮ • এক মোহরে দশ মোহর ২৯
• বাসা বদল ৩০ • লজ্জা-শরম ৩১ • আমারই ভুল ৩১
• বন্ধুত্বের নিদর্শন ৩৩ • পাখির ভাষা ৩৪ • জেবের মধ্যে চা ৩৪
• তুলার চাষ ৩৫ • চাঁদমুখ ৩৫ • জুতা নিয়ে গাছে ৩৭
• বেহদ্দ বেকুব ৩৭ • দুই গাধার বোঝা ৪০
• ত্বরিত জবাব ৪০ • পুরনো চাঁদ ৪১ • পৃথিবী কাত ৪১
• কফিনের ভেতরে নয় ৪১ • দরদাম ৪২ • গরু বেচা ৪২
• গরুর দাম ৪৩ • গাধার লেজ ৪৪ • একটি মুরগির দাম ৪৫
• ঝাঁপ দিয়ে পড় পানিতে ৫১ • সূর্য না চাঁদ ৫১
• পানিতে যখন আগুন ৫২ • বন্ধুর নামে চিঠি ৫২
• কৈফিয়ত ৫২ • খারাপ কিছু ৫৩ • ভাল উপদেশ ৫৩
• কঠিন প্রশ্ন ৫৫ • কড়াইয়ের বাচ্চা ৫৮
• আয়নায় মুখ ৬০ • নারীর কথা ৬০ • তুমিও নেকড়ে ৬১
• নেই রঙের কাপড় ৬২ • দু'দিন আগে ৬২
• জানবো পরে ৬৩

বা ল গে রি য়া

• দুনিয়ার খবর ৬৭ • পাখির ডিম ৬৭
• পিরামিডে চড়া ৬৮ • লাকড়ি ৬৮
• হিটার পিটার ৬৯ • চালিয়াতের খপ্পরে ৭০

ব স নি য়া

• উপহার ফেরত ৭৫

তু র স্ক

• জানি কি করতে হবে ৭৯ • তৃতীয় তীর ৮০
• খাবার যখন হিসাবপত্র ৮২ • জ্ঞানগম্যির ব্যবসা ৮৫
• মোমের আলো ৯৩ • দার্শনিক ৯৭ • বাদশাহ ৯৮
• নমুনা ৯৯ • ঝগড়া ৯৯ • পায়চারি ১০১ • গরিব ১০১
• তালগোল ১০২ • জবাব ১০৪ • ডর ১০৪ • দুধ ১০৪
• মন জানা ১০৫ • দৌড়বাজ ১০৬
• সুখস্বপ্ন ১০৭ • আত্মীয় ১০৯ • বাড়ি ১০৯ • দরজির কাছে ১১০
• নিশ্চিত ১১১ • স্বস্তি ১১১ • সমাধান ১১২ • নিজের বাদশাহ ১১২
• খুঁত ১১৩ • ভাষণ ১১৩ • পারাপার ১১৪ • বিশ্বাস ১৪৪
• ঠিক কথা ১১৫ • জ্ঞানগম্যি ১১৬ • ইমানের জোর ১১৭
• পাওনা ১১৭ • চড় ১১৮ • বোরকা ১১৯ • বউয়ের নাম ১২০
• দুই বউ ১২০ • উলটা শাশুড়ি ১২১ • প্রিয় বউ ১২১
• অল্পের জন্য ১২৩ • আলখাল্লা ১২৪ • চাঁদ উদ্ধার ১২৪
• দড়িতে ময়দা ১২৫ • পাকপ্রণালী ১২৫
• অলস ১২৭ • শেষ হাসি ১২৭